# ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই নেয়া হল প্রাথমিকের ইংরেজি পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

'ফাঁস' হওয়া প্রশ্নপত্রেই নেয়া হয় প্রাথমিক সমাপনীর ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। রোববার সারা দেশে এ পরীক্ষা ছিল। আজ একই শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে। এরই মধ্যে রোববার বিকাল থেকেই সেই পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে বলে বাজারে জোরালো গুজব রয়েছে।

ওদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এরই মধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। গঠিত ৩ সদস্যের কমিটি রোববার কাজ শুরু করেছে। এর বাইরে এ ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করতে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা চেয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, কয়েকটি বিষয়ের বিগত পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ধরন থেকে তারা মনে করছেন, প্রায় সারা দেশেই অনেক শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকের হাতে

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

## পরীক্ষা : প্রাথমিকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার আগেই নানা উপায়ে প্রশ্ন চলে যাচ্ছে। আর এ কারণে দেশের কোন কোন উপজেলার শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে তা তদন্ত করে বের করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

রোববার পর্যন্ত এই স্তরের মোট ৬টি বিষয়ের তিনটির পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ওই তিনটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রই 'ফাঁস' হয়ে গেছে বলে সংশ্লিষ্টরা নিশ্চিত করেছেন। এমনকি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আশংকা করছেন, বাকি তিনটি বিষয়ের প্রশ্নও হয়তো ফাঁস হয়ে গেছে, যা পরীক্ষার আগের দিন গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তবে এরপরও এই পরীক্ষা চলবে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। তারা পরীক্ষা বাতিলের কোনো চিন্তাভাবনা করছেন না। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ার জিজ্ঞাসার জবাবে তারা শুধু অসহায় জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, প্রায় ৩০ লাখ পরীক্ষার্থীর এই পরীক্ষা একবার বাতিল করে ফের গ্রহণের মতো সময়ের পর্যাপ্ত অভাব রয়েছে, নতুন করে প্রশ্নপত্র ছাপানোর মতো কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশের সর্ববৃহৎ এ পাবলিক পরীক্ষা শুরু হয় গত ২০ নভেম্বর। ওই দিন ছিল গণিত পরীক্ষা। পরের দিন ছিল বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। রোববার হয় ইংরেজি পরীক্ষা। ইতিমধ্যে এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে বাংলা এবং ইংরেজির প্রশ্ন পরীক্ষার আগেই গণমাধ্যমে অভিযোগ আকারে প্রকাশের পর পরীক্ষা শেষে মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার হুবহু মিল পাওয়া যায়।

এমনকি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়া বাংলা পরীক্ষার আগে কথিত প্রশ্নপত্রটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষের ব্যক্তিগত ই-মেইলে এবং রোববারের পরীক্ষার প্রশ্ন শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একইভাবে পাঠানো হয়। সূত্র জানায়, পরীক্ষা শেষে ওই প্রশ্নপত্র মূল প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় এবং তাতে হুবহু মিল পাওয়া যায়।

কিন্তু এরপরও সংশ্লিষ্টরা গৃহীত পরীক্ষা বাতিল করছেন না। এমনকি পরবর্তী পরীক্ষা স্থগিত করছেন না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক ও অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম বলেন, কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত হলেও বিকল্প প্রশ্ন হাতে না থাকা, বিশেষ করে সরকারি মুদ্রণালয়ের নতুন প্রশ্নপত্র ছাপানোর মতো সময় না থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তিনি বলেন, যদিও পরীক্ষার জন্য তারা একটি মাত্র সেট ছাপিয়েছেন, তবে আরও তিনটি সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, এখন পর্যন্ত তারা বাংলা ও ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন তারা দাখিল করেছেন বলে জানান।

মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার দুপুরে নিজ দফতরে আলাপকালে জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। তাদের গঠিত কমিটি প্রশ্ন কারা ফাঁস করল, কে দায়ী, কোন কোন জেলা বা উপজেলায় প্রশ্নপত্র বেশি ছড়িয়েছে, এসব খুঁজে বের করবে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তারা খুবই কঠোর। দোষীদের তারা চিহ্নিত করবেনই।

উল্লেখ্য, এবারের পরীক্ষায় সারা দেশে ২৯ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ জন শিশু অংশ নিচ্ছে।

**সন্দেহের তীর বিজি প্রেস ও নেপের দিকে**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত তিন সদস্যের কমিটির অন্য দু'জন হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক মোঃ ফারুক জলীল ও উপ-পরিচালক ডা. এএন শাহরুত্তর রহিম। কমিটিকে অভিযোগ তদন্তে প্রথমে সাত দিনের সময় দেয়া হলেও পরে রোববার ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

কমিটি প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয়কে সামনে রেখে এগোচ্ছে। এর একটি হচ্ছে সরকারি মুদ্রণালয় বা বিজি প্রেস এবং ময়মনসিংহের প্রশ্ন প্রণয়নকারী দফতর প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সারা দেশে ট্রেজারিতে যে পদ্ধতিতে প্রশ্ন রাখা হয়, তাতে সেখান থেকে ফাঁসের সুযোগ কম।

তাছাড়া ফাঁসের প্রকৃতিতে মনে হচ্ছে, পুরো সেটই ফাঁস হয়ে গেছে। ট্রেজারি থেকে সব প্রশ্ন একসঙ্গে ফাঁস হওয়া সহজ নয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর ফাঁস হওয়া ওই প্রশ্ন বাজারজাতকরণে রাজধানীসহ সারা দেশের বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান এসএম আশরাফুল ইসলাম বলেন, তিনি মনে করেন প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপা আর বিতরণ— এই তিনটি পর্যায়ের যে কোনো একটি থেকে ফাঁস হয়েছে। এসব বিষয় তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। তিনি এ সময় ফাঁসকারীদের যে কোনো মূল্যে চিহ্নিত করা ও তাদের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা জানান।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে বৃত্তি পাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রশ্ন ফাঁসের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা বা বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা সে বিষয়টিও তদন্ত কমিটি দেখবে। এ নিয়ে তারা অনুসন্ধান চালাবে।

**বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের প্রশ্নও ফাঁস** : এদিকে আজ অনুষ্ঠেয় 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। টেলিফোনে তারা যুগান্তরকে জানান, কথিত প্রশ্নপত্র রোববার দুপুর থেকেই বিক্রি হচ্ছে।

এর বাইরে মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি বিক্রি করতে দেখা গেছে বলে জানান অভিভাবকরা।